৩ মিনিটে অপ্রতিরোধ্য রোনালদোর চোখধাঁধানো দুই গোল

২০২২ বিশ্বকাপে পতুর্গালের বিদায়ের পর অনেকেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর শেষ দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু রোনালদো নিজের বিদায়টা এমন মলিনভাবে লিখতে রাজি ছিলেন না। ভেবে রেখেছিলেন ভিন্ন কিছু।

বিশ্বকাপ শেষে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন। চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে রোনালদো হয়ে উঠেছেন অপ্রতিরোধ্য। সর্বশেষ গতকাল রাতে সৌদি সুপার লিগের ম্যাচে আখদাউদের বিপক্ষে আল নাসরের ৩-০ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেছেন রোনালদো, যেখানে দুটি গোলই ছিল চোখধাঁধানো।

চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে ১৮ ম্যাচে ১৮ গোল করেছেন রোনালদো, এর মধ্যে সৌদি প্রো লিগে ১৩ ম্যাচে করেছেন ১৫ গোল। বল পায়ে রোনালদোকে যেন থামানোই যাচ্ছে না। শেষ তিন লিগ ম্যাচে রোনালদো পেয়েছেন ৪ গোল।

সূত্র: প্রথম আলো

প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন প্রেমিকাকে খুন করা অস্কার পিস্টোরিয়াস

দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্যারাঅলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন অস্কার পিস্টোরিয়াস তার বান্ধবী রিভা স্টিনক্যাম্পকে হত্যার প্রায় ১১ বছর পর প্যারোলে জেল থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন।

২০১৩ সালে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে বান্ধবী স্টিনক্যাম্পকে বাথরুমের

দরজা দিয়ে একাধিকবার গুলি করেছিলেন অস্কার। ঘটনার পর তার দাবি, চোর ভেবে বান্ধবীর ওপর গুলি চালিয়েছিলেন তিনি।

২০১৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি আদালত তাকে ১৩ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল। প্যারোল বোর্ড তার মুক্তির তারিখ নির্ধারণ করেছে ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি।

স্টিনক্যাম্প পরিবারের মুখপাত্রের মতে, মুক্তির পর পিস্টোরিয়াসকে থেরাপি সেশনে অংশ নিতে হবে। সাজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণে থাকবেন তিনি। পিস্টোরিয়াস তার সাজার বাকি অংশ সংশোধনী বিভাগের অধীন শেষ করবেন।

কার্বন-ফাইবারের তৈরি কৃত্রিম পা দিয়ে দৌড়ানো ‘ব্লেড রানার’ নামে খ্যাত পিস্টোরিয়াসকে এক সময় ভাবা হতো ‘নায়ক’। এরপর খুনের অভিযোগে প্রায় এক দশক আগে আলোচনায় আসেন তিনি।

রায়ের আগে প্যারোল বোর্ডে পাঠানো একটি চিঠিতে স্টিনক্যাম্পের মা বলেছিলেন, তাকে মুক্তি দেওয়ার বিরোধীতা তিনি করছেন না। তবে সাবেক এই অ্যাথলেট যথেষ্ট পরিমাণে অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। পুনর্বাসনের জন্য কাউকে সৎ থেকে নিজের অপরাধের সত্যতা ও এর প্রভাব মেনে নিতে হয়। যদি সত্যিকে পুরো মেনেই না নেয়, তাহলে কেউ বলতে পারে না যে তার অনুশোচনা হচ্ছে।

পিস্টোরিয়াসের সংস্পর্শে কেউ চলে আসলে সে কতটা নিরাপদ থাকবে এ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্টিনক্যাম্পের মা।

সূত্র: বিবিসি

ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটারের বিশ্বকাপ দলে মাহমুদউল্লাহ

স্বাগতিক ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ফাইনাল দিয়ে পর্দা নেমেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের। ফাইনালে ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ষষ্ঠ শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছে অজিরা। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের

পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। পুরো আসরে ৯ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ২ জয় পায় সাকিব আল হাসানের দল।

বিশ্বকাপ শেষে টুর্নামেন্টের সেরা দল ঘোষণা করে আইসিসি ও উইজডেন। সেখানে জায়গা পাননি কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার। এছাড়াও সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের খেলোয়াড়দের নিয়ে নিজ নিজ পছন্দের দল তৈরি করেছেন অনেকে। তেমনি বিশ্বকাপে নিজের পছন্দের দল প্রকাশ করেছেন ইংলিশ পেসার জেমস অ্যান্ডারসন।

আর এই ইংলিশ পেসারের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন এক বাংলাদেশি ক্রিকেটার। বিশ্বকাপের পারফর্ম্যান্সের ভিত্তিতে অ্যান্ডারসনের দলে জায়গা পেয়েছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। এছাড়াও আছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান, ডেভিড মালানের মতো ক্রিকেটাররাও। একমাত্র ভারত থেকেই রাখা হয়েছে দুজন ক্রিকেটার। অস্ট্রেলিয়া থেকে আছেন শুধুমাত্র অ্যাডাম জাম্পা।

অ্যান্ডারসনের বিশ্বকাপ সেরা একাদশ: ডেভিড মালান (ইংল্যান্ড), রাচিন রবীন্দ্র (নিউজিল্যান্ড), বিরাট কোহলি (ভারত), মোহাম্মদ রিজওয়ান (পাকিস্তান), হাশমতউল্লাহ শাহিদি (আফগানিস্তান), মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (বাংলাদেশ), স্কট এডওয়ার্ডস (নেদারল্যান্ডস), দিলশান মাদুশাঙ্কা (শ্রীলঙ্কা), জেরাল্ড কোয়েটজে (সাউথ আফ্রিকা), অ্যাডাম জাম্পা (অস্ট্রেলিয়া) ও মোহাম্মদ শামি (ভারত)।

সূত্র: ইত্তেফাক

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে ২০২৩ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (২২ নভেম্বর) সকাল ১০

টায় মহিলা ডিগ্রী কলেজ মাঠে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সুচনা করা হয়।

প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে ছিল ব্যাডমিন্টন, চকলেট দৌড়, বর্শা নিক্ষেপ, সুই সুতা পড়ানো, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, মার্বেল দৌড় এবং কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য হাড়িভাঙ্গা ও পিলো পাসিং।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গাংনী মহিলার ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর সভাপতিত্বে ও সহকারি অধ্যাপক মনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায়, প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি এম এ এস ইমন।

ক্রিড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ২৬ নভেম্বর রবিবারে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

উত্তাপ ছড়িয়েও পারল না ব্রাজিল

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনাকে পেয়েও হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারল না পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হারল নেইমারবিহীন ব্রাজিল।

বেশ কয়েক ম্যাচ ধরেই ছন্দে নেই সেলেসাওরা। টানা দুই হারের ক্ষত নিয়ে মারাকানায় পা রেখেছিল আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। ৬৩ মিনিটে জিওভানি লো সেলসোর কর্নার থেকে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণী গোল করেন নিকোলাস ওতামেন্ডি। তাতেই নির্ধারিত হয় ব্রাজিলের টানা তৃতীয় হার।

ম্যাচের আগে গ্যালারির উত্তেজনায় ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট পর। খেলা শুরুর পর সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে মাঠেও। মাঠে নামতেই কথার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের খেলোয়াড়েরা। শুরুটা হয় রদ্রিগো এবং মেসিকে দিয়ে। একটু পর বাকিরাও জড়িয়ে পড়েন তাতে।

এমনকি খেলা শুরুর পরও একটুও কমেনি এর রেশ। ম্যাচটা যে গোলের এবং গোল করেই জিততে হবে সেটি যেন ভুলেই গিয়েছিলেন খেলোয়াড়েরা।

সংঘাতপূর্ণ এই ম্যাচের প্রথম ২৫ মিনিটে অন্তত ১০ জন খেলোয়াড়কে মাঠে গড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। গোলশুন্য প্রথমার্ধে সব মিলিয়ে ২২টি ফাউল করেছে দুই দল। যেখানে ব্রাজিলের ১৬টি ফাউলের বিপরীতে আর্জেন্টিনার ফাউল ছিল ৬টি।

অবশেষে গোলমুখ খোলে দ্বিতীয়ার্ধে। ৬৩ মিনিটে গোলের দেখা যায় আর্জেন্টিনা। লো সেলসোর কর্নারে হেড দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন নিকোলাস ওতামেন্দি। এরপর ম্যাচের ৭৮ মিনিটে নিষ্প্রভ মেসিকে তুলে নিয়ে আনহেল দি মারিয়াকে নামায় আর্জেন্টিনা। ৮১ মিনিটে ব্রাজিলের বিপদ আরও বাড়ে জেয়েলিংটন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে। ১০ জনের ব্রাজিল শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি।

দুই বছর আগে সর্বশেষ ব্রাজিলে খেলতে গিয়ে না খেলেই ফিরে এসেছিল আর্জেন্টিনা। সেবার সাও পাওলোতে ম্যাচ শুরুর কয়েক মিনিট পর ব্রাজিলের জাতীয় স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এজেন্সির (আনভিসা) কর্মকর্তারা মাঠে ঢুকে খেলা পণ্ড করেন। আর্জেন্টিনার চার খেলোয়াড়ের বিপক্ষে কোয়ারেন্টিন বিধিমালা ভাঙার অভিযোগে ম্যাচটি খেলতে দেননি তাঁরা।

ভিন্ন কারণে আজ ফের ব্রাজিলের মাটিতে পণ্ড হতে বসেছিল আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সুপার ক্লাসিকোর ম্যাচ। ম্যাচ শুরুর কয়েক মিনিট আগে গ্যালারিতে উত্তাপের সূচনা। জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় আর্জেন্টিনা সমর্থকেরা দুয়ো দিলে তাদের ওপর আসন ছুড়ে মারতে শুরু করে ব্রাজিলের সমর্থকেরা। একপর্যায়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাঠিপেটা শুরু করে পুলিশ। লিওনেল মেসিসহ আর্জেন্টিনা দল এবং মার্কিনিওস গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। যদিও তাতে কোনো লাভ হয়নি। একপর্যায়ে সতীর্থদের নিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যান মেসি। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধা ঘণ্টা পর।

সূত্র: ইত্তেফাক

ফের জাতীয় দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল

বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে বাংলাদেশ দলের টিম ম্যানেজারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল সাবেক ক্রিকেটার নাফিস ইকবালকে। তবে আবারও পুরনো পদে ফিরছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আবারও বাংলাদেশ দলের টিম ম্যানেজার হিসেবে দেখা যাবে সাবেক এই ক্রিকেটারকে।

মঙ্গলবার (২১ নভেম্বর) গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিজেই নিশ্চিত করেছেন নাফিস। আপাতত ঘরের মাঠে এই সিরিজের জন্যই তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আগামী ২৮ নভেম্বর প্রথম টেস্ট হবে সিলেটে। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে ঢাকায়। এরপর আবার নিউজিল্যান্ডে উড়াল দেবে বাংলাদেশ। তবে সেখানে নাফিস থাকবেন কি না তা নিশ্চিত করেননি তিনি।

সূত্র: ইত্তেফাক

শেষের জন্য আমাদের সেরাটা রেখে দিয়েছিলাম: কামিন্স

স্বাগতিক ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ফাইনাল দিয়ে পর্দা নেমেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের।

ফাইনালে অপ্রতিরোধ্য ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ষষ্ঠ শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অথচ জোড়া হার দিয়ে আসর শুরু করেছিল অজিরা। তারা এখন চ্যাম্পিয়ন। শেষের জন্য সেরাটা রেখে দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় কামিন্স বলেন, ‘আমি

মনে করি আমরা শেষের জন্য আমাদের সেরাটা রেখে দিয়েছিলাম। আমরা পুরো টুর্নামেন্টে প্রথমে ব্যাটিং করেছি। তবে লক্ষ্যে তাড়া করতে নামার জন্য আজকের রাতটা দারুণ ছিলো। আমরা যতোটা ভেবেছিলাম, পিচ ততটা স্পিন সহায়ক ছিলো না। ছেলেরা ছিলো দুর্দান্ত। সবাই তারা মাঠে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে।’

ফাইনালের দিন স্নায়ুচাপে ছিলেন জানিয়ে অজি অধিনায়ক আরও বলেন, ‘দলে আমি তাদের একজন, যারা স্নায়ু চাপে ভুগছিলাম। কিন্তু হেড এবং মার্নাস খেলাটাকে এগিয়ে নিয়েছে। যখন সে (হেড) হাত ভেঙে ফেলেছিল নির্বাচকেরা তখনো ওপর ভরসা করেছিল। এটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত কাজে দিয়েছে। তার ব্যাটিং দেখা দারুণ ব্যাপার।’

সুত্র: ইত্তেফাক

ভারতকে কাঁদিয়ে ষষ্ঠবারের মতো চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

একটা কথা প্রচলন আছে। ফাইনাল খেলতে হয় না, ফাইনাল জিততে হয়। আর সেই কথাই প্রমাণ করলো অস্ট্রেলিয়া। জোড়া হার দিয়ে এবারের আসর শুরু করা দলটাই একমাত্র অপরাজিত থাকা দল স্বাগতিক ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ষষ্ঠ শিরোপা জিতলো নিজেদের করে নিয়েছে অজিরা।

ঘরের মাঠে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার দর্শককে কাঁদিয়ে শিরোপা উদযাপনে মাতলো প্যাট কামিন্সের দল। ফাইনালের আগে সংবাদ সম্মেলনে কামিন্স বলেছিলেন, ভারতীয় লাখো দর্শককে চুপ করে দেওয়ায় আমাদের লক্ষ্য। সেটাই করে দেখালেন কামিন্সরা।

রোববার (১৯ নভেম্বর) আহমেদবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় অস্ট্রেলিয়া। প্রথমে ব্যাট করে ওভারে ২৪০ রানে অলআউট হয় ভারত। দলের পক্ষে বিরাট কোহলি ৬৩ বলে ৫৪ ও লোকেশ রাহুল ১০৭ বলে ৬৬ রান করেন।

২৪১ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারায়

অস্ট্রেলিয়া। দলীয় ১৬ রানে ৩ বলে ৭ রান করে আউট হন ডেভিড ওয়ার্নার।

এরপর ক্রিজে আসা মিচেল মার্শকে সঙ্গে নিয়ে শুরুর ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন ট্রেভিস হেড। তবে দলীয় ৪৭ রানের মধ্যে আরও দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া।

মার্শ ১৫ বলে ১৫ ও স্টিভেন স্মিথ ৯ বলে ৪ রান করে সাজঘরে ফিরে যান। এরপর ক্রিজে আসা মার্নাস লেবুশানেকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন হেড।

দেখেশুনে ব্যাট করতে থাকেন এই দুই ব্যাটার। সাবলীল ব্যাটিংয়ে ফিফটি ফিফটি পূরণ করেন হেড। ফিফটির পর আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন তিনি। অন্যদিকে কিছুটা ধীরগতির ব্যাটিং করতে থাকেন লেবুশানে।

মারমুখি ব্যাটিংয়ে ৯৫ বলে সেঞ্চুরি করেন হেড। এরপর ফিফটি পূরণ করেন লেবুশানে। ভারতীয় বোলারদের আর কোনো সুযোগ না দিয়ে দলকে জয়ের পথ রাখেন এই দুই ব্যাটার।

তবে জয় থেকে ২ রান দূরে থাকতে ১২০ বলে ১৩৭ রান করে আউট হন হেড। এরপর ক্রিজে আসা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে সঙ্গে নিয়ে ৪২ বলে হাতে রেখে ৬ উইকেটের বড় ব্যবধানে জয় পায় অস্ট্রেলিয়া। সেইসঙ্গে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের আনন্দে মাতে অজিরা।

সূত্র: ইত্তেফাক

ফাইনালে টস হেরে ব্যাটিংয়ে ভারত

স্বাগতিক ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ফাইনাল ম্যাচ দিয়ে পর্দা নামছে ১৩তম ওয়ানডে বিশ্বকাপের। রোববার (১৯ নভেম্বর) বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়াম মাঠে নামছে এই দু’দল। ফাইনালে টস জিতে বোলিংয়ের করার

সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

বিশ্বকাপে দাপট দেখিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেয় স্বাগতিক ভারত। বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে ৯টি ও সেমিফাইনালসহ টানা ১০ ম্যাচ জিতে অপরাজিত থেকে ফাইনালে নাম লেখায় স্বাগতিকরা। এখন বাকী শুধু একটি ম্যাচ। ফাইনাল জিতলেই অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করবে ভারত।

ফাইনালে মাঠে উপস্থিত থাকবেন প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার ভারতীয় সমর্থক। সমর্থকদের তৃতীয় শিরোপা উপহার দিতে প্রস্তুত ভারত। ফাইনালে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে মাঠে নামছে স্বাগতিকরা।

অন্যদিকে, ‘হেক্সা মিশন’ কমপ্লিট করার দ্বারপ্রান্তে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপে শুরুটা ভালো না হলেও ঠিকই ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে অজিরা। টানা দুই হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। এরপর টানা জয় পায় তারা। সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে অজিরা।

ফাইনালে মাঠে নামার আগে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানিয়েছিলেন, ভারতীয় লাখো দর্শককে চুপ করিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য তাদের। ভারতের মতো অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই মাঠে নামছে অস্ট্রেলিয়া।

ভারত একাদশ: শুভমান গিল, রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল, সূর্যকুমার যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, মোহাম্মদ শামি, মোহাম্মদ সিরাজ, জাসপ্রীত বুমরাহ ও কুলদ্বীপ যাদব।

অস্ট্রেলিয়া একাদশ: ডেভিড ওয়ার্নার, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ, স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লাবুশেন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, জশ ইংলিশ, মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজেলউড ও অ্যাডাম জাম্পা।

সূত্র: ইত্তেফাক

বিশ্বকাপের ফাইনাল পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন যারা

শেষের পথে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। আগামী ১৯ নভেম্বর স্বাগতিক ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ফাইনাল ম্যাচ দিয়ে পর্দা নামছে ১৩তম ওয়ানডে বিশ্বকাপের। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচটি। এই ম্যাচটি পরিচালনা করবেন কারা, তা চূড়ান্ত করেছে আইসিসি।

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার লড়াইয়ে অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে থাকবেন ইংল্যান্ড অভিজ্ঞ দুজন রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ ও রিচার্ড কেটেলবরো। এই দুই আম্পায়ার এর আগে সেমিফাইনাল ম্যাচের দায়িত্বেও ছিলেন। এর আগে ২০১৫ সালের ফাইনালেও অন-ফিল্ড আম্পায়ার ছিলেন কেটেলবরো। সর্বশেষ অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সেমিফাইনালেও তিনি কলকাতায় আম্পায়ার হয়ে মাঠে ছিলেন। এছাড়া ভারত ও নিউজিল্যান্ডের প্রথম সেমিফাইনালে অনফিল্ড আম্পায়ার ছিলেন ইলিংওয়ার্থ।

এছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোয়েল উইলসন প্রথম সেমিফাইনালে টিভি আম্পায়ার হিসেবে ছিলেন। এবার এই আম্পায়ার আহমেদাবাদের ফাইনালেও ম্যাচ পরিচালনায় থাকবেন টিভি আম্পায়ার হিসেবে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে থার্ড আম্পায়ারের ভূমিকায় ছিলেন ক্রিস গ্যাফানি। নিউজিল্যান্ডের এই বিশেষজ্ঞ ১৯ নভেম্বর ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ফাইনালে উপস্থিত হবেন চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে।

এছাড়া মহাগুরুত্বপূর্ণ ফাইনালে ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব সামলাবেন অ্যান্ডি পাইক্রফট। জিম্বাবুয়ের পাইক্রফট প্রথম সেমিফাইনালেও ছিলেন ম্যাচ রেফারির ভূমিকায়। ২০১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালের ম্যাচ অফিসিয়ালদের কেউই এবারের বিশ্বকাপে থাকছেন না। অনফিল্ড আম্পায়ার হয়ে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের ফাইনাল পরিচালনা করেছিলেন কুমার ধর্মসেনা ও মারাইস ইরাসমাস। এবার নকআউটের কোন ম্যাচেই অভিজ্ঞ দুই আম্পায়ার দায়িত্ব পাননি।

সূত্র: ইত্তেফাক